

\* গণতন্ত্র

\* ন্যায়বিচার

\* উন্নয়ন

\* শান্তি

# বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দল-BGD

## কেন্দ্রীয় সংসদ

BANGLADESH GANOTANTRIK DAL-BGD

## সূচিপত্র

### বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা এবং প্রস্তাব ও উপকারিতা সম্পর্কে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির উপর আলোচনা করা হলোঃ

১।	সংসদ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ পৃথক করা।	পৃষ্ঠা-১
২।	সরাসরি জনগনের ভোটে দেশের প্রধান করা।	পৃষ্ঠা-২
৩।	সকল দলের মধ্যে প্রাইমারির মাধ্যমে কেনডিডেট দেওয়া।	পৃষ্ঠা-৩
৪।	লোকাল সরকারকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া।	পৃষ্ঠা-৪
৫।	সংসদ সদস্যকে তার দলের বাইরে ভোটের অধিকার দেওয়া।	পৃষ্ঠা-৫
৬।	মিডিয়ার সাহায্যে জনগনের মতামত সাপেক্ষে হরতাল করা।	পৃষ্ঠা-৬
৭।	নূন্যতম বেতন ধার্য করা।	পৃষ্ঠা-৭
৮।	সুন্দর হার ১০% এর মধ্যে রাখা।	পৃষ্ঠা-৮
৯।	ব্যস্ত শহরে ছোট গাড়ীর সময় ও রাস্তা ধার্য করা।	পৃষ্ঠা-৯
১০।	সকল গ্যাস ও পানির জন্য মিটার দেওয়া।	পৃষ্ঠা-১০
১১।	সকল মেইন রোডের ইন্টারেক্ষনে স্টপ সাইন দেওয়া।	পৃষ্ঠা-১১
১২।	সকল হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক আইন অবগত করা।	পৃষ্ঠা-১২
১৩।	সকল গাড়ীর মালিককে পিআইপি ইন্সুরেন্স রাখতে বাধ্য করা।	পৃষ্ঠা-১৩
১৪।	মৃত ব্যক্তির নামে কোন সম্পত্তি রাখতে না দেওয়া।	পৃষ্ঠা-১৪
১৫।	রাস্তার উপর মিটিং, মিছিল করতে না দেওয়া।	পৃষ্ঠা-১৫
১৬।	সকল মেইন রোড থেকে হাট, বাজার, দূরে সরানো এবং মেইন রোডে গাড়ী রাখা বন্ধ করা।	পৃষ্ঠা-১৬
১৭।	সকল ড্রাইভারদের ট্রাফিক আইন অবগত করা।	পৃষ্ঠা-১৭
১৮।	দেশের প্রধান সহ যে কারও বিরুদ্ধে (প্রমান সহ) আইন বিভাগের ব্যবস্থা নিতে পারা।	পৃষ্ঠা-১৮
১৯।	ঘূষের জন্য (প্রমান সাপেক্ষে) ১০ বছর থেকে মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত সাজা প্রদান।	পৃষ্ঠা-১৯
২০।	চাঁদা বাজির জন্য (প্রমান সাপেক্ষে) ১০ বছর থেকে মৃত্যু দণ্ড পর্যন্ত সাজা প্রদান।	পৃষ্ঠা-২০
২১।	দেশের বৃহত্তম প্রাইভেট হাসপাতাল গুলোর বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ শাখা বিস্তার।	পৃষ্ঠা-২১
২২।	সমুদ্র সৈকত থেকে আয়।	পৃষ্ঠা-২২
২৩।	পোর্ট থেকে আয়।	পৃষ্ঠা-২৩
২৪।	বাংলাদেশের নিয়োগ বিধি।	পৃষ্ঠা-২৪
২৫।	সাংবাদিকদের কার্যক্রম।	পৃষ্ঠা-২৫
২৬।	খাদ্যব্য থেকে ভেজাল মুক্ত রাখা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা।	পৃষ্ঠা-২৬
২৭।	সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ ডাক্তারদের কার্যক্রম।	পৃষ্ঠা-২৭
২৮।	এক দণ্ডের কাজে অন্যদণ্ডের হস্তক্ষেপ না করা।	পৃষ্ঠা-২৮
২৯।	একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই ঐ দেশের মেরুদণ্ড।	পৃষ্ঠা-২৯
৩০।	বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব	পৃষ্ঠা-৩০

এই লেখাগুলি সর্বোন্তরের জনগনের পড়ার সুবিধার জন্য সহজ সরল ভাষায় লেখা হল।

সংসদ ৪ সংসদ বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর প্রেক্ষাপটে মাননীয় সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে তোটের মাধ্যমে আইন পরিবর্তন ও নতুন আইন তৈরি করাকে বোঝায়।

আইন বিভাগ ৪ আইন বিভাগ বলতে দেশের পুলিশ প্রশাসন (পুলিশ, র্যাব, এসবি, ডিএসবি) বিভাগকে বোঝায়।

বিচার বিভাগ ৪ বিচার বিভাগ বলতে একটি দেশের যে বিভাগে সকল বিচার করা হয়। যেমন- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সহ সকল নিম্ন আদালত গুলো।

#### ১। সংসদ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ পৃথক করা।

বর্তমান অবস্থা ৪ বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক কথাটি উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, সেগুলির বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না। মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা মন্ত্রী যাহারা এই আইনটি তৈরি করেছেন তাদের কারনেই আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন। উদাহরণ স্বরূপ- একজন আসামীকে পুলিশ অনেক কষ্ট করে ধরে আনলো কিন্তু বিচার বিভাগ সেই আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিল। বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই আসামীই প্রকৃত দোষী। অন্যদিকে একজন বিচারক একটি আমলায় দোষী ব্যক্তিদের সাজা প্রদানের রায় দিল এবং অবিলম্বে পুলিশ বিভাগকে আসামী ধরার জন্য নির্দেশ দিল। কিন্তু দেখা গেল যে, পুলিশ এই আসামীদের ধরতে গিয়ে তাদের না ধরে এমপি বা মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপের কারণে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলো এবং পুলিশ সহ সকল নেতাদের ঘুষখাওয়ার রাস্তার সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ কাজ করছে। আবার কোন সংসদ সদস্য বা কোন মন্ত্রীর নিকটতম আত্মীয় বা দলীয় লোকজন অন্যায় কাজ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকার কারণে তারা সঠিক কাজ করতে পারে না। এটা আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী বা এমপি এবং দলীয় লোকজন আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের উপর কর্তৃত স্থাপন করতে পারে এবং চাকুরীর জন্য নির্যোগ দিতে পারে; তাদের চাকুরীচ্যুত করতে পারে এবং যে কোন সময় তাদের বদলী করতে পারে।

সমস্যাঃ আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। মাননীয় সংসদ সদস্য বা মাননীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারছে না। একজন এমপি বা মন্ত্রীর বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের উপর কর্তৃত থাকার কারণে তাদের কাজ গুলো সঠিকভাবে করতে পারে না। ফলে সত্যিকারে আসামী সাজাপায়না এবং নির্দেশ ব্যক্তি সাজা পায়।

প্রস্তাৱ ৪ সরকারি দলের প্রধান কর্তৃক প্রধান বিচারপতি ও পুলিশ প্রধান নির্যোগ প্রাপ্ত হবেন। নির্যোগ দেওয়ার পরে তাদের কাজের উপর কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংবিধানের নির্যোগ বিধি অনুযায়ী নির্যোগ প্রাপ্ত হবেন। সেক্ষেত্রে সরকারি প্রধান সহ সরকারি দলের কোন সদস্যদের চাকুরীচ্যুত, রান্বদল ও বদলির ক্ষমতা থাকবে না। বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি সহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীচ্যুত, রান্বদল ও বদলির ব্যাপারে সংবিধানের আইন অনুযায়ী বিচার বিভাগই সঠিক ব্যবস্থা নিবে এবং আইন বিভাগের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রধান সহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীচ্যুত, রান্বদল ও বদলির ব্যাপারে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে। এখানে সরকারি প্রধান বা দেশের প্রধানের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না এবং এটা সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকবে। উক্ত প্রস্তাৱ অনুযায়ী সংসদ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ যদি পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশকে একটি পূর্ণগণতাত্ত্বিক দেশ বলা যাবে।

উপকারিতাঃ সংসদ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পূর্ণ স্বাধীনতা পেলে সঠিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে সাহস পাবে না। দেশ হবে দূর্নীতি মুক্ত এবং সভ্যসমাজ গড়ে উঠবে। যখন একটি দেশে সভ্যসমাজ গড়ে উঠে তখন সে দেশে শিক্ষা, ব্যবসা, চিকিৎসা সহ সবকিছুর উন্নতি হয়। এভাবে একটি দেশ বিদেশের কাছে উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত হবে এবং একটি পূর্ণগণতাত্ত্বিক দেশ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

## ২। সরাসরি জনগনের ভোটে দেশের প্রধান করা।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হলো জনগন ভোটদেয় একজন এমপিকে। বাংলাদেশে মোট ৩০০টি আসন। এই ৩০০ আসনের এমপি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হয়। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের দলের প্রধানকে সরকার প্রধান করা হয়। সরাসরি জনগন ভোট দিয়ে সরকার প্রধান করতে পারে না।

সমস্যা ৪ সরকার প্রধান করার জন্য জনগন সরাসরি ভোট দিতে পারছে না। জনগন যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করে। কিন্তু জনগনের ইচ্ছা থাকলেও যোগ্য ব্যক্তিকে দেশের সরকার প্রধান করতে পারছে না। এটা একটি গণতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য বিশাল সমস্য। সরকার প্রধানের নিকট অনেক ক্ষমতা থাকে। কোন অযোগ্য ব্যক্তি যদি সরকার প্রধান হয় তাহলে জনগনের জন্য এবং দেশের সমস্যা সৃষ্টি করে। সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে বড় দল গুলো অনেক সময় ছোট দলগুলোর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে ছোট দলের যতই অপরাধ থাকুক সেগুলো মাফ হয়ে যায় এবং বড় দলের সংগে যোগ দিয়ে সরকার গঠন করে। ছোট দলগুলো বিভিন্ন অন্তের কার্যকলাপ ও বিভিন্ন দূর্নীতি করার সুযোগ পায়।

প্রস্তাব ৪ সরাসরি জনগনের ভোটে সরকার প্রধান নির্বাচিত করতে হবে। জনগনের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে দেশের সরকার প্রধান করতে হবে। সরকার প্রধানের জন্য সরকারি দল, বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র যে কোন ব্যক্তি প্রার্থী হতে পারবে। জনগন যেমন ভোট দিয়ে এমপি নির্বাচিত করে তেমনি জনগনই ভোট দিয়ে দেশের সরকার প্রধান নির্বাচিত করবে। দেশের প্রধানও সরাকরি জনগনকে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

উপকারিতা ৪ সরাসরি জনগনের ভোটে দেশের সরকার প্রধান নির্বাচিত হলে একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি সরকার প্রধান হবে। দেশ পরিচালনার জন্য তখন ঐ সরকার প্রধান উপযুক্ত হবে। সরকার প্রধানের বিশেষ কিছু ক্ষমতা সংবিধানে উল্লেখ আছে। সেক্ষেত্রে একজন যোগ্য ব্যক্তি যদি সরকার প্রধান হয় তাহলে দেশের উন্নতি হবে।

৩। সকল দলের মধ্যে প্রাইমারির মাধ্যমে কেনডিডেট দেওয়া।

বর্তমান অবস্থাট বর্তমানে আমাদের দেশের সকল দলই দলীয় প্রধানের মাধ্যমে এমপি কেনডিডেট দিয়ে থাকে। যে ভোটার যে দল করে তখন সে তার মনোনীত না হলেও দলীয় ভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে ভোট দেয়। তখন দেখা যাচ্ছে যে, দলীয় প্রার্থী নির্বাচিত হলো কিন্তু জনগনের মনোনীত ব্যক্তিকে তারা ভোট দিতে পারলো না।

সমস্যাট জনগনের ভেটে এমপি নির্বাচিত হলেও দলীয় সদস্য তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে এমপি নির্বাচিত করতে পারছেন। এভাবে দেশের সব কয়টি আসনে যদি সব দলের সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া দলীয় প্রধানের মনোনীত ব্যক্তিকে এমপি নির্বাচিত করা হয় তবে ঐ এমপিরা জনগনের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে সচেতন থাকে না। তারা তাদের নিজেদের কাজ করেন ও দলীয় প্রধানের ভাবাপন্য হয়ে থাকেন। দেশের জনগনের উন্নতি হয় না এবং দেশের উন্নয়ননে বাধার সৃষ্টি হয়। দেশে দূর্বীতি বেড়ে যায়। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, অর্থিক উন্নয়নসহ সকল কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সকল রাজনৈতিক দলের দলীয় সকল কমিটি গঠনে দলীয় প্রধান ও এমপিদের হাত রয়েছে। ফলে দেশের ভালো রাজনীতিবিদরা দল ত্যাগ করছে এবং এক পর্যায়ে রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। দেশের খারাপ লোক গুলো যারা অসাদুপায় অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করছে তারা দলীয় প্রধান সহ উর্ধ্বতন নেতাদের ইচ্ছা অনুসারে অনেক সময় টাকার জোরে রাজনীতি করছে। এই সকল লোকগুলোকে রাজনীতি থেকে বাদ না দিলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রস্তাবঃ সকল দলের মধ্যে প্রাইমারির মাধ্যমে কেনডিডেট বলতে প্রত্যেকটি দলের এমপি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয় সেই এলাকায় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সঠিক কেনডিডেট নির্বাচনের জন্য ঐ দলের সদস্যদের গোপন ভোটাধিকার প্রয়োজন। কারণ অনেক সদস্য বিভিন্ন কারণে সঠিক ব্যক্তিকে সমর্থন করতে পারে না। গোপন ভোটের মাধ্যমেই সকলদলের মধ্যে সৎও যোগ্য সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে একটি বাড়তি আর্তিক ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। এই আর্থিক ব্যয় সকলদলের প্রার্থীগনই বহন করতে পারবে। এভাবে প্রাইমারির মাধ্যমে এমপি কেনডিডেট দেওয়া হলে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সকল এমপি জনগনের মনোনীত ব্যক্তিই হবে। উল্লেখ থাকে যে, এই সিদ্ধান্তের বাইরে কোন প্রার্থী স্বতন্ত্র বা অন্য কোন দল থেকে ৫ বছরের মধ্যে এমপি কেনডিডেট হতে পারবে না। সকল দলের রাজনৈতিক কমিটি গঠনেও অনুরূপ দলীয় সদস্যদের মধ্যে প্রাইমারির মাধ্যমে কেনডিডেট দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক কমিটি গঠন করতে হবে। এখানে উপরের কোন হাত থাকবে না। প্রকাশ্যে কেনডিডেট বাছাই হবে না। সদস্যদের গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রাইমারি কেনডিডেট নির্বাচিত করতে হবে। উল্লেখিত বিষয় গুলির দলীয় গঠনতন্ত্র ও সংবিধানে আইন পাস করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপকারিতাঃ সকল দলের মধ্যে প্রাইমারির মাধ্যমে এমপি কেনডিডেট দেওয়া হলে সকলদলই সৎ ও যোগ্য কেনডিডেট বাছাই করতে পারবে। ফলে জনগন তাদের মূল্যবান ভোটটি যোগ্যব্যক্তিকে দিতে পারবে। দেশের সবকয়টি আসনে যোগ্য ব্যক্তি এমপি নির্বাচিত হলে দেশের উন্নয়ন হবে। কেনডিডেট বানিজ্য করবে এবং সৎ, যোগ্য ও দেশ প্রেমিক ব্যক্তি রাজনীতিতে ফিরে আসবে। দলীয় অঙ্গ সংগঠনের সংখ্যা করবে।

৪। লোকাল সরকারকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া।

লোকাল সরকার বলতে প্রত্যেকটি জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদকে বোঝানো হয়। নিম্নে তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

**বর্তমান অবস্থা** ৪ আমাদের দেশে লোকাল সরকারের স্বাধীনতাবে কাজ করার কোন ব্যবস্থা নেই। একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেষ্টরদের সমষ্টিয়ে প্রয়োজনীয় একটি এলাকায় একটি প্রজেক্টের প্রস্তাব এল.জি.ই.ডি অফিসে প্রদান করলেও দেখা যায় যে, এমপির সুপারিশ ছাড়া ঐ প্রজেক্টটি বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রজেক্টটি ছিল খুবই জরুরী। অন্যদিকে অপর একটি ইউনিয়নের থেকে প্রজেক্টের প্রস্তাব হলে এমপির সুপারিশে দ্রুত পাস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রজেক্ট বেশি জরুরী ছিল না। এখানে এল.জি.ই.ডি অফিস কর্মকর্তাদের কাজের কোন স্বাধীনতা নেই। তদুপর পৌরসভার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পৌরসভার যে ওয়ার্ডের কাজের বেশি প্রয়োজন সেখানে কাজ না করে অন্য একটি পৌরসভা বা অন্য একটি ওয়ার্ডে কাজ করা হয়। লোকাল সরকারকে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়া এমপি বা মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বা তাদের কর্তৃত থাকায় এল.জি.ই.ডি এবং পৌরসভা তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়।

**সমস্যা** ৪ লোকাল সরকারকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ায় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কোন ইউনিয়ন পরিষদের সঠিক উন্নয়ন হয় না। কোন পৌর সভার সঠিক উন্নয়ন হয় না। স্থানীয় এমপির হস্তক্ষেপ, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে লোকাল সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে এল.জি.ই.ডি পূর্ণ স্বাধীনতাবে কাজ করতে পারে না। ইউনিয়ন ও পৌরসভার উন্নয়ন না হওয়ায় দেশের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। সরকার প্রধানের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা না থাকলে ইউনিয়ন ও পৌরসভার উন্নয়ন সম্ভব হবে।

**প্রস্তাবণা** ৪ লোকাল সরকারকে তাদের পূর্ণস্বাধীনতা দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তার মেষ্টরদের সাথে যৌথভাবে কাজ করে কোন প্রজেক্টের প্রস্তাব এল.জি.ই.ডি অফিসে দিলে ঐ অফিস কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শণ সাপেক্ষে প্রজেক্ট পাস করা হবে। অন্য কোন শক্তি বা এমপি, মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করবে না। পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌর মেয়র তার পরিষদের সকল কমিশনারদের নিয়ে যৌথভাবে প্রজেক্টের প্রস্তাব দিবেন। এভাবে লোকাল সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগন লোকাল সরকারকে কাজে সাহায্য করবে। সরকার প্রধানের যদি সরকারি কর্মকর্তাদের উপর কোন কর্তৃত না থাকে তাহলে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

**উপকারিতা** ৪ লোকাল সরকারের দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও পৌরসভা যথাসময়ে উন্নয়ন ঘূর্ণক কাজ করতে পারবে। এভাবে আমাদের দেশের উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে। দেশ থেকে ঘৃণ্ণ, দূর্নীতি কমবে এবং কাজের মান উন্নত হবে।

৫। সংসদ সদস্যকে তার দলের বাইরে ভোটের অধিকার দেওয়া।

**বর্তমান অবস্থা** ৪ আমাদের দেশে বর্তমানে দেখা যায় যে, সরকারি বা বিরোধী দলের এমপিরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব সময় দলীয় সভাপতির পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় দলীয় সদস্য পদ থেকে বহিক্ষার করা হয় এবং সংসদ পদ শূণ্য হয়।

**সমস্যা** ৪ অনেক এমপি তাদের মতামত বা ভোটের অধিকার সঠিক জায়গায় দিতে পারে না। যে সকল এমপি তাদের ভোটের অধিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রদান করতে বাধ্য হয় সে সকল এমপি সঠিক ভাবে কোন কাজ করতে পারে না। দলীয় প্রধানের হস্তক্ষেপ তাদের কাজের গতিকে বাধা সৃষ্টি করে।

**প্রস্তাব** ৪ দেশ ও জনগনের স্বার্থে প্রত্যেক এমপি/সংসদ সদস্যকে তার মতামত বা ভোটের অধিকার দলের বাইরে দিতে পারবে এমন একটি আইন প্রত্যেক দলের গঠনতত্ত্বে এবং সংবিধানে থাকতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে মতামতটি অবশ্যই দেশের এবং জনগনের জন্য কল্যাণ কর হতে হবে বিষয়টি উল্লেখ থাকবে। দলের বাইরে ভোট দিলে তাকে দলীয় সদস্য পদ থেকে বহিক্ষার করতে পারবে না এবং সংসদ পদ শূণ্য হবে না। এটাও দলীয় গঠনতত্ত্বে এবং সংবিধানে লিখিত থাকতে হবে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য সুযোগ দিতে হবে। দলীয় প্রধান কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। দেশ এবং জনগনের স্বার্থ দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা বেশি মূল্যবান হবে যদি এই আইনটি পাস এবং কার্যকর করা হয়।

**উপকারিতা** ৪ সংসদ সদস্যকে তার ইচ্ছামত দলের বাইরে ভোটের অধিকা দেওয়া হলে দেশের এবং জনগনের উন্নয়নের জন্য সঠিক মতামতটি প্রকাশ করতে পারবে। উক্ত আইনটি পাস হলে প্রত্যেক এমপি দেশের এবং জনগনের জন্য নির্ভয়ে সঠিক এবং কার্যকরি আইন পাস করতে পারবে। সকল দলের এমপিরা যদি উন্নয়নের জন্য কাজ করতে এবং নতুন কোন আইন তৈরী বা আইন পরিবর্তনে পরামর্শ প্রদান করে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে দেশের উন্নয়ন অবশ্যই হবে।

## ৬। মিডিয়ার সাহায্যে জনগনের মতামত সাপেক্ষে হরতাল করা।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশে বিরোধী দল বা সাধারণ জনগন সরকারি দলের কোন কাজের বিরুদ্ধে কোন নিয়ম-কানুন ছাড়াই হরতালের ডাক দেয়। যদিও হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার এই হরতালের কারণে অনেক মানুষ মারা যায় এবং দেশের অনেক সম্পদের ক্ষতি হয়।

**সমস্যা ৪:** সুনির্দিষ্ট কোন আইন ছাড়া হরতাল হলে সাধারণ জনগনের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং ব্যবসা বানিজ্যের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। দিন মজুররা অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটায়। শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশাল ক্ষতির সমুখিন হচ্ছে।

**প্রস্তাব ৪:** বিরোধী দল বা সাধারণ জনগনের কোন ব্যক্তি সরকারি দলের কোন কাজের বিরুদ্ধে যদি হরতাল ডাকা প্রয়োজন মনে করেন তাহলে সেই ব্যক্তি বা বিরোধী দল উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে হরতাল ডাকতে হলে জেলা জজ সাহেবের বরাবর হরতালের বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত তারিখ সহ একটি আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদনটি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও জনগনের মতামত পাওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি বা বিরোধী দল ও জেলা জজের সমন্বয়ে একটি ফোন নম্বরে ম্যাসেজ এর মাধ্যমে হ্যাঁ ভোট বেশি হলে জেলা জজ হরতাল কার্যকর করার জন্য ঐ ব্যক্তি বা বিরোধী দলকে জানাবেন। অতঃপর হরতালটি কার্যকর হবে। এভাবে সারাদেশ ব্যাপি হরতালের ডাক দিতে হলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বরাবর হরতালের বিষয়বস্তু ও তারিখ উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে এবং মিডিয়ার সাহায্যে জনগনের মতামত সকল পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে এবং জনগনের হ্যাঁ ভোট বেশি হলে হরতাল কার্যকর করা হবে। এভাবে আমাদের দেশের একটি আইন তৈরি করতে হবে এবং সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশের জনগনের মতামতে হরতালের পক্ষে হ্যাঁ যদি বেশি হয় তাহলে হরতাল হবে। কিন্তু হরতালের পক্ষে না যদি বেশি হয় তাহলে হরতাল হবে না। সেক্ষেত্রে হরতাল করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখিত সকল বিষয়ের জন্য আইন থাকতে হবে। প্রচার মাধ্যম- পত্রিকা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, মানবস্বন, হ্যান্ড মাইকিং।

**উপকারিতা ৪:** উল্লেখিত আইনের মাধ্যমে হরতাল হলে জনগনের কোন ক্ষতি হবে না। জনগন পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করতে পারবে। দেশের কোন সম্পদও নষ্ট হবে না। অন্য দিকে অগণতান্ত্রিক কাজের বিরোধীতা করা যাবে। এভাবে দেশের উন্নয়ন হবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ থেকে দেশ ও জাতির স্বার্থ বেশি প্রাধান্য পাবে।

## ৭। নূন্যতম বেতন ধার্য্য করা।

বর্তমান অবস্থা ৪ বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রমিকদের নূন্যতম বেতন ধার্য্য শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও সেটা খুব কম জায়গায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা কাজ করছে। তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় অনেক মালিক কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে থাকে যে কাজটা সম্পূর্ণ মানবতা বিরোধী কাজ। অন্যদিকে কিছু শ্রমিকও অসাদুপায়ের পথ বেছে নিচ্ছে।

সমস্যাঃ শ্রমিকদের নূন্যতম বেতন ধার্য্য করা সঠিক হয়নি। ফলে শ্রমিক ও মালিক উভয়ে সমস্যার ভিতরে আছে। একজন শ্রমিক যদি সঠিক মজুরী না পায় তবে সে বিদ্রোহ করে এবং একপর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়। মালিকরা সর্বদা ভয়ে থাকেন যে, কখন শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের জনগনেরও সাংসারিক সমস্যা থেকে যাচ্ছে। এক শ্রেণির ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক অসাদুপায় অবলম্বন করে অনেক অর্থ উপার্জন করছে। এক কথায় বলা যায় যে, শ্রমিকদের নূন্যতম বেতন যদি তাদের সংসার চলার মত না হয় তবে কোন শ্রমিক সৎপথে সঠিক কাজ করবেন। ফলে দেশের উন্নয়নে বিশাল সমস্যার সৃষ্টি হবে। একজন শ্রমিকের পেটে ক্ষুদা থাকলে তার কার্যক্ষমতা কমে যাবে এবং মনের উদ্যমও কমে যাবে। অন্যদিকে মালিকও ঐ শ্রমিক থেকে পুরোপুরি কাজটি পাবে না। এক পর্যায়ে ঐ মালিকের উৎপাদন কমে যাবে এবং উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হবে।

প্রস্তাব ৪ একটি পরিবারে সাধারণত সর্বনিম্ন চার জন সদস্যথাকে এবং একজন উপার্জন করে। সেক্ষেত্রে এক ব্যক্তি দৈনিক ৮ ঘন্টা পরিশ্রম করে সঞ্চাহে ৬ দিন কাজ করলে যে পারিশ্রমিক পাবে সেটা দিয়ে তার সংসার চালাতে হবে। এজন্য একজন শ্রমিকের নূন্যতম বেতন ধার্য্যকরতে হবে তার সংসারের সর্বনিম্ন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। আমাদের দেশের বাজার হিসাবে চার সদস্য বিশেষ একটি পরিবারের সর্বনিম্ন মাসিক ব্যয় ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা। একজন শ্রমিক সঞ্চাহে ৪৮-৫০ ঘন্টা পরিশ্রম করতে পারে। তাহলে একজন শ্রমিককে প্রতি ১ (এক) ঘন্টার কাজের পারিশ্রমিক ২৫/- (পঁচিশ) টাকা হিসাবে নূন্যতম বেতন ধার্য্য করতে হবে।

উপকারিতা ৪ একজন শ্রমিক যখন সঠিক বেতন পাবে তখন সে মনোযোগ সহকারে কাজ করবে। অন্যদিকে যে মালিকের কাছে ঐ শ্রমিক কাজ করবে সেই মালিকেরও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুবই ভাল চলবে। এভাবে প্রত্যেকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উন্নতির দিকে যাবে। ফলে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক ভাল থাকবে।

৮। সুদের হার ১০% এর মধ্যে রাখা।

**বর্তমান অবস্থা :** বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন মেয়াদে ভীম সুদে টাকা প্রদান করে। অনেক ব্যাংক ও এনজিও তাদের ইচ্ছামত সুদের হার প্রয়োগ করছে। এই সুদের হার ৫% থেকে ৬০% এর উপরেও ব্যবহার হচ্ছে।

**সমস্যা :** সুদের হার ১০% এর বেশি হওয়ার কারণে খণ্ড গ্রহীতারা যে উদ্দেশ্যে টাকাগুলো নেয় সেটা বাস্তবায়ন করতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে তাদের সুদের টাকা দিতে চায়ে নিজস্ব সম্পদ বিক্রি ছাড়া কোন পথ থাকছে না। এভাবে অনেক ব্যবসায়ী পথে বসে, অনেকে গৃহহীন হয়ে দ্বারে দ্বারে দিন মুজুরি করে কোন রাকমে জীবিকা নির্বাহ করছে। সুদের হার বেশি হওয়ার কারণে দেশের সাধারণ জনগন, কৃষক, ব্যবসায়ীসহ কারো কোন উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশের উন্নয়নে ভাটা পড়ছে।

**প্রস্তাব :** আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা এবং ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে ব্যাংক সহ সকল খণ্ডাত্মক গোষ্ঠী খণ্ডের সুদের হার সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে রাখতে হবে। খণ্ডাত্মক বিভিন্ন খাতে ব্যয় করাতে হবে এবং খণ্ড গ্রহীতারা নির্বিশ্লেষে ব্যবসা বানিজ্য সহ সকল কাজ সঠিকভাবে করছে কি-না সেটা খণ্ডাত্মক পরিদর্শণ ও পরামর্শসহ সার্বিক সহযোগীতা করবে। এই প্রস্তাব নিয়ে একটি আইন তৈরী করতে হবে এবং উক্ত আইন লজ্জনকারীর সাজার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

**উপকারিতা :** সকল খণ্ড গ্রহীতারা নির্বিশ্লেষে ব্যবসা বানিজ্য করে লাভ করতে পারবে এবং কোন খণ্ড খেলাপৌর থাকবে না। দেশের সকল শ্রেণীর জনগনের উন্নয়ন হবে। এভাবে একটি দেশ আর্থিকভাবে উন্নত হবে।

৯। ব্যস্ত শহরে ছোট গাড়ির সময় ও রাস্তা ধার্য্য করা ।

ব্যস্ত শহর বলতে আমাদের দেশে সাধারনত বিভাগীয় শহরগুলোকে বোঝায় । তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত শহর হিসেবে ঢাকা শহর পরিচিত । নিম্নে এই ব্যস্ত শহর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ।

**বর্তমান অবস্থা :** বর্তমানে ঢাকা শহরে যানজট সহ বিভিন্ন দূর্ঘটনা হচ্ছে । ঢাকা শহরের যানজট এতটা খারাপ অবস্থানে আছে যে, এক জন ব্যক্তি বাসা থেকে বের হয়ে তার গন্তব্যে পৌছাতে অনেক সময় বেশি লাগছে ।

**সমস্যা :** ঢাকা শহরের যানজট বড় ধরনের একটি সমস্যা । এই যানজট জনগনের কাজের গতি অনেক নিচে নিয়ে আসছে । ফলে ব্যবসা বাণিজ্য সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বাধা সৃষ্টি হচ্ছে । ঢাকা শহরের জীবন যাত্রার মান খুবই খারাপ অবস্থানে আছে । কোন জনগন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কোন কাজ করতে পারছে না । গাড়ীর তেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর্থিক অনেক ক্ষতি হচ্ছে এবং দেশের সম্পদও নষ্ট হচ্ছে ।

**প্রস্তাব :** ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য ছোট গাড়ির সময় ও রাস্তা ধার্য্য করতে হবে । যেহেতু ঢাকা শহরের রাস্তার সমস্যা সেহেতু ছোট গাড়ির সময়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন হবে । সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময় অবশ্যই সকাল ৭.০০-৮.০০ ঘটিকায় শুরু এবং ১২.০০-১.০০ ঘটিকায় শেষ হবে । তাহলে ছোট গাড়িগুলো সকাল ৬.০০-৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলাচল করবে এবং দুপুর ১২.০০-২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলাচল করবে । এক্ষেত্রে সকাল ৮.০০-১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত কোন ছোট গাড়ি না চললে বড় গাড়িগুলো নির্বিশে জনগনকে সঠিক কর্মসূলে সময়মত পৌছাতে পারবে । সন্ধা ৬.০০ ঘটিকার পর থেকে ছোট গাড়িগুলো পরের দিন সকাল ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলতে পারবে । ছোট গাড়ির মধ্যে পুলিশ ভ্যান, এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিস সার্বোক্ষণিকই চলবে । উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো অবশ্যই একটি আইনের মধ্যেমে বাস্তবায়ন করতে হবে । কোন আইন লজ্জনকারীকে জরিমানাসহ সাজার ব্যবস্থা করতে হবে । এভাবে প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে এই আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে ।

**উপকারিতা :** উল্লেখিত প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে ঢাকা শহরে অনেক যানজট কমে যাবে এবং সকল শ্রেণীর জনগন সঠিক সময়ে তাদের গন্তব্যে পৌছাতে পারবে । জনগনের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, জীবন যাত্রার দূর্বিসহ যন্ত্রনা থেকে জনগন রেহাই পাবে এবং প্রত্যেকটি কাজের মান উন্নত হবে । এভাবে প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে জনগনের যাতায়াত ও সময় সঠিকভাবে কাজ করবে এবং জাতি উপকৃত হবে, জ্ঞালানি সাশ্রয় হবে ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে ।

## ১০। সকল গ্যাস ও পানির জন্য মিটার দেওয়া।

বর্তমান অবস্থা : আমাদের দেশে গ্যাস ও পানির জন্য কোন মিটারের ব্যবস্থা নেই। যার ফলে গ্যাস ও পানির অবচয় হয়। অনেক পরিবার রান্নার পরে ম্যাচ খরচের ভয়ে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখে। পানির ট্যাংকি ভরার পরে উপচিয়ে পানি পড়ে যাচ্ছে সেদিকে অনেকের খেয়াল থাকছে না। অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনেকে পানি ব্যবহার করছে এবং অনেকে পানির নষ্ট কল মেরামত করছে না। এভাবে দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।

সমস্যা : গ্যাস ও পানি অবচয় একটি বড় ধরনের সমস্যা। দেশের সম্পদ অতিরিক্ত অবচয় হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় প্রাকৃতিক এই সম্পদ অতিরিক্ত অপব্যবহারের কারণে দেশের জলবায়ুর উপর প্রভাব পড়বে। গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখার কারণে অনেক জায়গায় অগ্নি সংযোগ ঘটিছে। পানির অপব্যবহার ও ট্যাংকি ভরার পরে উপচিয়ে পড়া পানিতে পাশের বাসার লোকের ক্ষতি হচ্ছে।

প্রস্তাব : প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য বিদ্যুতের মত গ্যাস ও পানির জন্য পৃথক পৃথক মিটার ব্যবহার করতে হবে। সকল পরিবারের জন্য পানি বা গ্যাসের মিটার ক্রয় করা সম্ভবনয়। সেক্ষেত্রে ওয়াসা বা গ্যাস কোম্পানী নিজস্ব তহবিল বা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে মিটার ক্রয় করে একটি পরিবারকে দিলে ঐ পরিবার বা গ্রাহক মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিলের মত উক্ত মিটারগুলি চার্জ কেটে নিবে। এই প্রস্তাবটি প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে এবং এর একটি সুনির্দিষ্ট আইন থাকবে। যে গ্রাহক এই আইন অমান্য করবে তাকে নির্ধারিত একটি জরিমানা দিতে হবে এবং প্রয়োজনে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপকারিতা : উক্ত প্রস্তাব গৃহীত এবং বাস্তবায়ন হলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে। গ্যাস ও পানির অপব্যবহার রোধ হবে। জনগন খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করবে। প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হবে না এবং দেশের উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশের গ্যাস ও পানির সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

১১। সকল মেইন রোডের ইন্টারেলে (প্রবেশ দ্বারে) স্টপ সাইন (থামা চিহ্ন) দেওয়া।

মেইন রোড এবং পার্শ্ব রোডের সংযোগ স্থলই মেইন রোডের ইন্টারেল। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

**বর্তমান অবস্থা :** আমাদের দেশের সকল মেইন রোডের পাশে কিছু দূর পর পর ছোট রোডের সংযোগ রয়েছে। এই ছোট রোডগুলো ঢালুভাবে মেইন রোডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই ঢালু ছোট রোডগুলো দিয়ে যখন কোন ছোট গাড়ি মেইন রোডে আসে তখন মেইন রোড দিয়ে যাওয়া বড় গাড়ির সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়ে থাকে। ছোট গাড়ি মেইন রোডে উঠার সময় থামায়ে মেইন রোডের দুই পাশে দেখতে পিয়ে ঢালুর কারণে পিছনের দিকে চলে যায়। ফলে মেইন রোডে উঠার জন্য তার গতি বাড়িয়ে দেয় এবং মেইন রোড দিয়ে আসা বড় গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়। মেইন রোড ও পার্শ্ব রোডের সংযোগ স্থল বা মেইন রোডের ইন্টারেলে কোন স্টপ সাইন দেওয়া নেই।

**সমস্যা :** মেইন রোডের ইন্টারেলে কোন স্টপ সাইন না থাকা এবং ছোট রোডগুলো মেইন রোড থেকে বেশি নিচু ও ঢালু থাকার কারণে পার্শ্ব রোড দিয়ে আসা গাড়িগুলো না থামিয়ে গতি বাড়িয়ে মেইন রোডে উঠে আসে। ফলে প্রায়ই মেইন রোডের চলা গাড়ির সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। এটা বর্তমানে রোডের জন্য বড় ধরনের সমস্যা। এই সম্যাবস্থার কারণে প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা বাঢ়ছে। এই দূর্ঘটনায় অনেক যাত্রী ও গাড়ির ড্রাইভারসহ অন্যান্য শ্রমিকআহত বা নিহত হচ্ছে। পার্শ্ব রোড ও মেইন রোডের সকল যাত্রীই আতঙ্কে থাকে। বর্তমান যে দূর্ঘটনাগুলো হচ্ছে তার বেশিরভাগ দূর্ঘটনা এই পার্শ্ব রোডের কারণে।

**প্রস্তাব :** পার্শ্ব রোড ও মেইন রোডের সংযোগ স্থল বা মেইন রোডের ইন্টারেলে অবশ্যই স্টপ সাইন থাকতে হবে। পার্শ্ব রোড থেকে আসা গাড়িগুলো স্টপ সাইন-এ সম্পূর্ণ থামাবে এবং পরবর্তীতে মেইন রোডে কোন গাড়ি আছে কি-না সেটা উভয় দিকে দেখে গাড়িগুলো মেইন রোডে উঠবে। কোন গাড়ি যদি এই নিয়ম অমান্য করে তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা দিতে হবে। পার্শ্ব রোডগুলো মেইন রোড থেকে বেশি ঢালু করা যাবে না। যাহাতে গাড়িগুলো স্টপ সাইনে দাঢ়াতে পারে। স্টপ সাইনে পার্শ্ব রোড ও মেইন রোড মিনিমাম ১০০ গজ সম উচ্চতায় থাকবে এবং পিছনের দিকে ঢালু থাকবে না।

## ১২। সকল হাইওয়ে পুলিশকে ট্রাফিক আইন অবগত করা।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশে বর্তমানে সকল হাইওয়ে বা মেইন রোডে যে পুলিশ টহলে থাকে তারা ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অবগত নয়। তাদের খেয়াল খুশিমত গাড়ি থামায় এবং গাড়ি চেক করে কিন্তু গাড়িগুলো কোথায় থামাবে বা কোথায় কত গতিতে চালাবে এবং রোডের নিয়ম কানুন মেনে কোন ড্রাইভার গাড়ি চালায় কি-না সেটা তারা খেয়াল করে না এবং তাদের কাছে গাড়ির গতি যাপার কোন যন্ত্র নাই। গাড়ির ব্রেক, ব্রেক লাইট, হেড লাইট, ইভিকেটার লাইট ইত্যাদি সঠিক যাচাই-বাছাই করে না।

সমস্যা ৪ হাইওয়ের পুলিশ ট্রাফিক আইন না জানার কারণে ড্রাইভাররা তাদের ইচ্ছামত রোডে গাড়ি চালায়। গতি রোধক ও গতিসীমা লঙ্ঘন করে গাড়ি চালায় ফলে গাড়িগুলোর দূর্ঘটনা বেশি ঘটছে। রোডে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। দূর পাল্লার কোন গাড়ি সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌছাতে পারছে না।

প্রস্তাব ৪ হাইওয়ে টহলরত সকল পুলিশকে অবশ্যই ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অবগত করতে হবে এবং তাদের ট্রাফিক আইনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ট্রাফিক আইন না জানা কোন পুলিশ হাইওয়েতে ডিউটি দিতে পারবে না। ট্রাফিক আইন অমান্য করে হাইওয়েতে কোন ড্রাইভার যদি গাড়ি চালায় তখন ড্রাইভারের আইন ভঙ্গের কারণে তার লাইসেন্সের উপর মামলা করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ গাড়ীর জন্য গাড়ীর উপর মামলা করতে হবে। কোন দূর্ঘটনা ঘটলে হাইওয়ের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সঠিক তথ্য বের করবে এবং যে গাড়ি দোষী সেই গাড়িকে কেন্দ্র করে রিপোর্ট লিখবে। টহলরত পুলিশ দোষী গাড়ির নিকট থেকে ঘূষ নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে এবং প্রয়ান্তি হলে তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা ও সম্পদ বাজেয়াঙ্গ করার আইন থাকতে হবে।

উপকারিতা ৪ সকল হাইওয়ের পুলিশ যখন ট্রাফিক আইন জেনে ডিউটি করবে তখন রোডে কোন ড্রাইভার নিয়মের বাহিরে গাড়িচালাতে পারবে না। রোডের দূর্ঘটনা ও যানজট অনেকাংশে কমবে। রোডে কোন ত্রুটিপূর্ণ গাড়ী থাকবে না এবং ড্রাইভাররা সতর্কভাবে গাড়ী চালাবে।

১৩। সকল গাড়ির মালিককে পি.আই.পি ইন্সুরেন্স রাখতে বাধ্য করা ।

পিআইপি ইন্সুরেন্স বলতে পার্সনাল ইনজুরি প্রটেকশনকে বুঝায়। নিরাপরাধ গাড়ী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রটেকশনের জন্য পিআইপি ইন্সুরেন্স ব্যবহার করতে হবে।

**বর্তমান অবস্থা :** আমাদের দেশের অধিকাংশ গাড়ির মালিকের পি.আই.পি ইন্সুরেন্স নেই। রোডে যে কোন দূর্ঘটনা ঘটলে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

**সমস্যা :** দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি এবং গাড়ির মালিক কোন ক্ষতিপূরণ পায় না। অনেক সময় ঐ গাড়ি সারানোর মত কোন অর্থ না থাকায় গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। মালিকও পঙ্কু অবস্থায় পড়ে থাকে। গাড়ির শ্রমিক ও যাত্রীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা থাকে না।

**প্রস্তাব :** সকল গাড়ির মালিককে পি.আই.পি ইন্সুরেন্স রাখতে বাধ্য করতে হবে। রোডে কোন দূর্ঘটনা হলে সাধারণ মানুষ ও পরিবহনের ক্ষতিপূরণের জন্য ইন্সুরেন্স থেকে কর্তনযোগ্য চেক প্রদান করে সমস্যা সমাধান করতে হবে। রোড সর্বদা গাড়ি চলাচলের উপযোগী থাকবে। সাধারণ জনগন গাড়ি আটকিয়ে রোডে কোন যানজটের সৃষ্টি করতে পারবে না। রোডে কোন গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে না। হাইওয়ের পুলিশ দ্বারা সকল গাড়ির অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে ইন্সুরেন্সের কাগজ সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**উপকারিতা :** রোড দূর্ঘটনায় কোন গাড়ি আটকে থাকবে না। রোডে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে না। দূর্ঘটনায় আক্রান্ত সাধারণ মানুষ ও পরিবহনের ক্ষতিপূরনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। রোডে কোন যানজটের সৃষ্টি হবে না। যাত্রীরা সঠিক সময়ে তাদের গন্তব্যে পৌছাতে পারবে।

১৪। মৃত ব্যক্তির নামে কোন সম্পত্তি রাখতে না দেওয়া।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার নামেই সম্পত্তি থেকে যায়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে সম্পত্তি থাকলে পরবর্তী ওয়ারিসদের মাঝে ভাগ বন্টন নিয়ে বিশাল কোন্দল শুরু হয়। কোন এক সময় এই কোন্দল খুবই খারাপ আকার ধারণ করে মানুষ খুন হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে পিতার মৃত্যুর পর মান সমানের কারনে অনেক পরিবার জমি জমা ভাগ করে না। পরবর্তীতে ঐ মৃত ব্যক্তির নাতি-নাতনি এই ভাগ বন্টন নিয়ে বিশাল গোড়গোল সৃষ্টি করে। যার প্রভাব আত্মায় স্বজন সহ পাড়া প্রতিবেশিও ঐ ঘটনায় জড়িয়ে যায়।

সমস্যা ৪ মৃত ব্যক্তির নামে সম্পত্তি থাকায় ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনির মধ্যে ভাগ বন্টন নিয়ে বিশাল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ মামলা এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। মানুষ খুন সহ বিভিন্ন প্রকারের হয়রানি মূলক মামলা মৃত ব্যক্তির নামে সম্পত্তি থাকার কারনেই ঘটছে।

প্রস্তাব ৪ মানুষের মৃত্যুর পরে তার নামের সম্পত্তি সরকারি আইনের মাধ্যমে স্তৰী, পুত্র ও কন্যার মধ্যে বন্টন সহ মালিকানা নামকরণ করতে হবে। এভাবে মৃত ব্যক্তির নামে সম্পত্তি না রেখে তার অংশীদার জীবিত ব্যক্তিদের নামে সম্পত্তি রাখার আইন পাস করতে হবে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার ওয়ারিশগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যার যা প্রাপ্য অনুযায়ী দলিল করে নিতে হবে। ভোগ দখল ও এ্যায়োজ বদল বলতে কোন কিছু থাকবে না। জীবিত লোকের নামে দলিল ছাড়া কোন সম্পত্তি থাকবে না।

উপকারিতা ৪ কোন মানুষের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী দলিল করে নিলে জমি জমার ভাগ বন্টন ও মালিকানা নিয়ে কোন পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না। কোন মানুষের মধ্যে কোন অসং উদ্দেশ্য কাজ করবে না। পরম্পর একে অপরের প্রতি আন্তরিক থাকবে। দেশে কোন গোড়গোল, খুন কিছুই ঘটবে না। দেশের মামলা অনেকাংশে কমে যাবে।

১৫। রাস্তার উপর মিটিং, মিছিল করতে না দেওয়া।

বর্তমান অবস্থা ৪ বর্তমানে আমাদের দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলো ও বিভিন্ন পেশার জনগন রাস্তার উপর মিটিং, মিছিল করে থাকে। যার ফলে রাস্তায় যানজট সহ বিভিন্ন ব্যবসায় ক্ষতির সৃষ্টি হচ্ছে।

সমস্যা ৪ রাস্তার উপর মিটিং, মিছিল যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় দূর্ঘটনাও ঘটছে। সাধারণ জনগন ও পরিবহনের যাতায়াতে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। অসুস্থ্য রোগী সময়মত হাসপাতালে পৌছাতে পারছেনা এবং রাস্তায় তার মৃত্যু হচ্ছে। প্রসূতী রাস্তায়ই সন্তান প্রসব করছে, বিদেশগামী যাত্রী বিদেশে যেতে পারছে না, ফায়ার সার্ভিস সময়মত গন্তব্যে পৌছাতে পারছে না, শিক্ষার্থীরা সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারছে না। এক কথায় কোন জনগনই তার গন্তব্যে সঠিক সময়ে পৌছাতে পারছে না।

প্রস্তাব ৪ দেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি শহরে মিটিং বা জনসভা করার জন্য নির্ধারিত স্থান থাকতে হবে। প্রত্যেকটি শহরে একটি ইন্দগাহ ময়দান থাকে। ঐ ইন্দগাহ ময়দানে জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে মিটিং করা যাবে। মিছিল করার সময় রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি করলে যে কোন নাগরিক বা প্রশাসন আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে। মিটিং, মিছিল করার সময় কোন জনগনের ক্ষতি হলে তার দায়-দায়িত্বসহ সকল ক্ষতিপূরণ উক্ত মিটিং পরিচালনাকারীদের দিতে বাধ্য করতে হবে। উল্লেখিত প্রস্তাবগুলোর একটি সু-নির্দিষ্ট আইন তৈরী করতে হবে এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপকারিতা ৪ উক্ত আইনটি প্রয়োগ হলে রাস্তায় কোন যানজটের সৃষ্টি হবে না। সাধারণ মানুষের যাতায়াতে কোন বাধা থাকবে না। ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে। দেশের আর্থিক কোন ক্ষতি হবে না।

১৬। সকল মেইন রোড থেকে হাট-বাজার দূরে সরানো এবং গাড়ি রাখা বন্ধ।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশের বেশিরভাগ হাট-বাজার, দোকান মেইন রোডের পাশে অবস্থিত। গাড়ি রাখা ও গাড়ির কাজ করা হয় মেইন রোডের পাশে।

সমস্যা ৪ জনগনের নিরাপত্তা সহ যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। রোডে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। জনগন সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌছাতে পারছে না। রোডের দূর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। গাড়ির চালক ঠিকমত গাড়ি চালাতে পারছে না। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করতে নানাবিধি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। জ্বালানি তেলের অবচয় বাঢ়ছে এবং দেশের অর্ধে বেশি অবচয় হচ্ছে।

প্রস্তাব ৪ সকল মেইন রোড থেকে হাট-বাজার, দোকান সর্বনিম্ন ২০ গজ দূরে করতে হবে। রাস্তার উপরে যানবাহন চলাচলের বাধার সৃষ্টি করে এমন কোন গাড়ি রাখা ও গাড়ির কাজ করা যাবে না। যদি কোন গাড়ি রাখা হয় বা গাড়ির কোন কাজ করা হয় তবে ৫০০০/- টাকা জরিমানা সহ আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখিত প্রস্তাবটি সংসদে আইন পাস করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাইওয়েকে কোন জনগন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন- হাইওয়েতে গরু-ছাগল বাধা, ধান-পাঠ ও খড় শুকানো এবং রাজনৈতিক তোরণ, ব্যানার ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি এই গুলি ব্যবহার করে এবং তার জন্য কোন দূর্ঘটনা ঘটলে উক্ত দূর্ঘটনার সকল দায় দায়িত্ব তাকেই নিতে বাধ্য করতে হবে।

উপকারিতা ৪ উল্লেখিত প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন হলে রোডের দূর্ঘটনা অনেক কমে যাবে। রোডে কোন যানজটের সৃষ্টি হবে না। হাট-বাজার ও দোকানে জনগনের সমাগম বেশি হবে। ব্যবসায়ীরা লাভবান হবে। পরিবহনের ক্ষতি কম হবে এবং যাত্রীরা সময়মত গন্তব্যে পৌছাতে পারবে।

### ১৭। সকল ড্রাইভারদের ট্রাফিক আইন অবগত করা।

**বর্তমান অবস্থা :** ৪ বর্তমান যে সকল ড্রাইভার বাংলাদেশে গাড়ি চালায় তাদের অধিকাংশ ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অবগত নয়। ড্রাইভাররা তাদের ইচ্ছামত গাড়ি চালায়।

**সমস্যা :** ট্রাফিক আইন না জেনে বা না মেনে ড্রাইভার গাড়ি চালানোর কারনে বিভিন্ন দুর্ঘটনা সহ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটছে। অনেক মানুষ পঙ্কু হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে গাড়ির ক্ষতি করছে। পরিবহন শিল্প ধর্মসের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেক পরিবহন ব্যবসায়ী এই ব্যবসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাচ্ছে। চালকও ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কারণে নিজেও অপরাধী হচ্ছে।

**প্রস্তাব :** পরিবহন শিল্পকে বাচিয়ে রাখার জন্য এবং সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সকল ড্রাইভারকে ট্রাফিক আইন জানতে এবং বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করতে হবে। এটা বাস্তবায়ন করতে হলে ড্রাইভারকে রাস্তায় বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন থাকে সেখানে পথযাত্রী পারাপার, গতিরোধক এবং গতিবেগের পরিমাপ ওভারটেকিং চিহ্ন উল্লেখ থাকে- এগুলির সঠিক ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখিত চিহ্ন মোতাবেক গাড়ি না চালালে ঘন্টায় ১ কিঃমিঃ বেশি গতিবেগের জন্য ১০০/- টাকা হারে জরিমানা বাঢ়তে থাকবে। সর্বশেষ বাসট্যাডে যেরে ঐ জরিমানার সব টাকা ড্রাইভার ট্রাফিক কোর্টে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। স্টপ সাইনে গাড়ী থামাতে হবে অন্যথায় প্রতি স্টপ সাইনের জন্য ১০০/- টাকা হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখিত প্রস্তাব গুলির জন্য একটি আইন থাকবে এবং প্রশাসন সেটা বাস্তবায়ন করবে। বি.আর.টি.এর সকল কর্মকর্তাকে ড্রাইভারদের সঠিক যাচাই-বাছাই কারার পর লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। অসাদুপায়ে কোন ড্রাইভারকে লাইসেন্স দিলে তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে যাহাতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ ছাড়া এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

**উপকারিতা :** রাস্তায় যানজট সহ কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না। সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারবে। পরিবহনের কোন ক্ষতি হবে না। পরিবহন শিল্প বাচিয়ে থাকবে। মেইন রোডের দুই পাশের লোকজনও কোন ভয়ভীতি ছাড়া চলাফেরা করতে পারবে। দেশের যৌগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নয়ন হবে।

১৮। দেশের প্রধান সহ যে কারো বিরক্তে (প্রমান সহ) আইন বিভাগের ব্যবস্থা নিতে পারা।

বর্তমান অবস্থা ৪ বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানে অপরাধীদের বিরক্তে সাজা প্রদানের আইন আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সত্যিকার অপরাধী সঠিক সাজা পাচ্ছে না। একজন অপরাধী বড় কোন অপরাধ করলে তার যে ধরনের সাজা হওয়ার কথা ছিল সেটা না করে নামে মাত্র সাজা দিয়ে পরবর্তীতে তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। অন্য একজন অপরাধ না করেও সাজা পেয়ে যাচ্ছে।

সমস্যা ৪ আমাদের দেশের আইনের প্রতি সাধারণ জনগনের শুল্ক কমেছে। আইনের অপব্যবহারের কারণে প্রশাসনকে কোন জনগন বিশ্বাস করতে পারছেন। উশৃঙ্খল ছেলেদের জন্য সমাজে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি, এমপি, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ঐ সকল উশৃঙ্খল ছেলেরা আইনকে উপেক্ষা করে নানাবিধ অপকর্ম করে যাচ্ছে। সাধারণ জনগন কোন সঠিক বিচার পাচ্ছে না। সরাসরি সরকার প্রধানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ, বদলী ও বরখাস্ত থাকার কারণে এই সমস্যা গুলি বেশি হচ্ছে।

প্রস্তাব ৪ বাংলাদেশের সংবিধানের আইনকে কার্যকর করতে হলে দেশের প্রধানও যদি কোন অন্যায় করে এবং প্রমান থাকে তাহলে আইন বিভাগ তার উপর যেকোন ব্যবস্থা নিতে পারবে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন এমপি বা মন্ত্রী সহ প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করে ও সেটার প্রমান থাকে তবে তাদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে। উল্লেখিত প্রস্তাবটি কার্যকর করতে হলে অবশ্যই সংসদ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। সরকার প্রধানের নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাজে হস্তক্ষেপ থাকবে না। অন্যথায় এই প্রস্তাব কার্যকর হবে না। আইনের উর্ধে কেউ নয়।

উপকারিতা ৪ উল্লেখিত আইনটি বাস্তবায়িত হলে কোন অপরাধী সাজা না পেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। আইনের প্রতি সজল জনগনের পূর্ণ আস্থা ফিরে আসবে। সমাজের কোন ব্যক্তি এমনকি এমপি, মন্ত্রীও কোন অপরাধ করা সহ কোন অপরাধীকে সাহায্য করতে পারবেনো। দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর হবে এবং দেশের জনগন নির্ভয়ে উন্নয়নের জন্য কাজ করতে থাকবে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১৯। মুঘের জন্য (প্রমাণ সাপেক্ষে) দশ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা প্রদান।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশে বর্তমানে ঘুষের জন্য সাজা প্রদানের আইন থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে, একজন কর্মকর্তা ঘুষ নিয়ে দেশের নানাবিধ অপকর্ম করে যাচ্ছে। এভাবে সারা দেশে প্রত্যেকটি দণ্ডের পেয়েছে যে, প্রত্যেকটি অফিসের অধিকাংশ অফিস পিয়ন থেকে শুরু করে অধিকাংশ কর্মকর্তা পর্যন্ত বসে থাকে কখন ঘুষের টাকা আসবে। ঐ সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী অফিসের কাজেও ফাঁকি দেয়। এদের পিছনে থাকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সহ মন্ত্রী ও এমপিদের খবরদারী।

সমস্যা ৪ ঘুষের জন্য দেশের সাধারণ মেধাবী ছাত্রা কোন চাকুরী পাচ্ছে না। সাধারণ জনগন টাকা যোগাড় করতে না পারায় কোন অফিসে গিয়ে তাদের কাজগুলো করাতে পারছে না। বিদেশীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তী নষ্ট হচ্ছে।

প্রস্তাব ৪ কোন বিভাগ বা দণ্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি ঘুষ নেয় এবং সেটা প্রয়ান সাপেক্ষে ধরা পড়ে তাহলে সর্বনিম্ন ১০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড সাজা দেওয়া সহ সম্পদ বাজেয়াঙ্গ আইন পাস করতে হবে। সংবিধান পরিবর্তনশীল এবং জনগনের জন্যই সংবিধান। তাই সংবিধানে উক্ত প্রস্তাব না থাকলে আইন সংযোজন করতে হবে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে কোন ধরনের বাধা বা সুপারিশ আসলে ঐ সুপারিশকারীকেও সাজা প্রদানের আইন থাকতে হবে। সরকার প্রধানের নিয়োগ, বদলী, বরখাস্তের ক্ষমতা না থাকলে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উপকারিতা ৪ এই আইন পাস ও বাস্তবায়ন হলে কোন দণ্ডের ঘুষ চলবে না। সকল দণ্ডের কাজ সঠিকভাবে চলবে। সাধারণ জনগনও স্বত্ত্বতে অফিসে গিয়ে তাদের কাজগুলো করাতে পারবে। গরীব মেধাবী ছাত্রাও তাদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী পাবে। দেশের সকল দণ্ডের যোগ্য ব্যক্তি চাকুরী পাবে এবং দেশে উন্নয়নের কাজ দ্রুতবৃক্ষি পাবে।

২০। চাঁদাবাজীর জন্য (প্রমাণ সাপেক্ষে) দশ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা দেওয়া।

বর্তমান অবস্থা ৪ চাঁদাবাজদের পুলিশ ধরে কিছু দিন পর হেঢ়ে দেয়। আবার কিছু কিছু চাঁদাবাজদের পুলিশ সহযোগীতা করে এবং এদের পিছনে দলীয় এমপি বা মন্ত্রীর হাত আছে এবং তাদের প্রতিপোষকতায় চাঁদাবাজরা দিন দিন হিংস্র হয়ে উঠছে। সরকারি ও দলীয় লোকের চাঁদাবাজীর কারনে অবৈধ এবং রাস্তায় চলার অনুপযোগী গাড়ি চলার কারণে দৃঢ়িটনা বেড়েই চলছে। চাঁদাবাজীর কারণে রাস্তাঘাট সহ সকল নির্মাণ কাজে শুণ্গতমান বজায় থাকছে না।

সমস্যা ৪ চাঁদাবাজদের বড় ধরনের কোন সাজার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের প্রবনতা দিন দিন বেড়েই চলছে। সারা দেশের জনগন চাঁদাবাজদের কারনে ঠিকমত কোন ব্যবসা করতে পারছে না এবং জানমালের নিরাপত্তাইনতায় ভুগছে। এভাবে দেশের জনগনের মধ্যে চরম অশান্তি বিরাজ করছে। অনেকে নির্ভয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাসায় যেতে পারছে না। অনেক ব্যবসায়ী ও সৎ চাকুরীবিচ চাঁদাবাজদের কারনে রাস্তায় খুন হচ্ছে। চাঁদাবাজদের ভয়ে অনেক শিল্পপতি নতুন কোন ব্যবসা চালু করছে না। ফলে দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাঁদাবাজদের কারনে জনগন যাতায়াত ভোগাস্তিতে পড়ছে। চাঁদাবাজদের কারনে প্রবাসি বাঙালী ও বিদেশীরা এই দেশে অর্থ বিনিয়োগ করছে না।

প্রস্তাব ৪ বাংলাদেশ থেকে চাঁদাবাজী বন্ধ করতে হলে প্রমাণ সাপেক্ষে কোন চাঁদাবাজ ধরা পড়লে তাকে সর্বনিম্ন ১০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা ও সম্পদ বাজেয়াঙ্গ করার আইন থাকতে হবে এবং সেটা এমপি বা মন্ত্রীদের প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে এবং তাদের সুপারিশ থাকলেও সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। আইনটি সর্বস্তরে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জনগনের প্রয়োজনের তাগিদে এবং দেশের উন্নয়নের জন্য যে কোন নতুন আইন পাস, আইন সংশোধন এবং বাস্তবায়ন করা খুবই দরকার কারণ আইনের জন্য জনগন নয়, জনগনের জন্যই আইন। চাঁদাবাজদের জন্য কেউ সুপারিশ করলে সুপারিশকারীদেরও অনুরূপ আইনের আওতায় আনতে হবে। প্রত্যেক চাঁদাবাজ কোন না কোন দলের সঙ্গে জড়িত থাকে। সরকার প্রধানের হস্তক্ষেপ না থাকলে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উপকারিতা ৪ উক্ত আইন কার্যকর করা হলে বাংলাদেশ থেকে চাঁদাবাজি সহ সকল সন্ত্রাস দূর হবে। দেশের জনগন নির্ভয়ে জীবন যাপন করতে পারবে। সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও চাকুরীবিচ নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে এবং দেশের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে বাঢ়বে। দেশের বেকার সমস্যা দূর হবে। সকলে কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

২১। দেশের বৃহত্তম প্রাইভেট হাসপাতাল গুলোর বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ শাখা বিস্তার।

আমাদের দেশে বেশ কয়েকটা উন্নতমানের প্রাইভেট চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। যেমন- ক্ষয়ার হাসপাতাল, ইবনেসিনা হাসপাতাল, জাপান বাংলাদেশ যৌথ হাসপাতাল, ল্যাব এইড হাসপাতাল ইত্যাদি। এই সকল হাসপাতাল গুলোর বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ শাখা বিস্তার সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা ৪ ঢাকার বাইরের যে কোন জায়গায় বেশি অসুস্থ রোগী নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া মাত্র ঢাকা পাঠানোর জন্য বলেন। বর্তমানে দেশের সবকয়টি বৃহত্তম প্রাইভেট হাসপাতাল ঢাকা শহরে অবস্থিত। ঢাকা শহরের যানজটের কারণে এবং রোগীর বাড়ি থেকে যাতায়াতের সমস্যার কারণে রোগী বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এছাড়া একটি রোগীও তার কমপক্ষে ৪/৫ জন সঙ্গীর জন্য খরচ অনেক বৃদ্ধি পায়। ঐ সকল হাসপাতাল গুলোতে যত ডাক্তার, নার্স সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেতাদের ছেলেমেয়েদের চাহিদা অনুযায়ী স্কুল, কলেজে আসন সংখ্যা সহ অন্যান্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের সকল বোৰা ঢাকা শহরের উপর পড়ছে।

প্রস্তাব ৪ প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে একটি প্রাইভেট ভাল হাসপাতালের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা খুলতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ক্ষয়ার হাসপাতালের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা যদি খুলনা শহরে খোলা হয় এবং ঢাকায় যে সকল ব্যবস্থা আছে সেই সকল ব্যবস্থা যদি খুলনায় থাকে তাহলে খুলনার আশে পাশের সকল জেলার রোগী ঢাকায় না গিয়ে খুলনায় যাবে। রোগীর যাতায়াত খরচ কম লাগবে এবং রোগী স্বত্ত্বাবিক থাকবে। অনেক সময় যাতায়াতে বেশি সময় লাগলে রোগী বেশি অসুস্থ হয়ে যায় এবং সময় মত পৌছাতে না পেরে রোগী মারাও যায়। অন্য দিকে খুলনা শহরে অবস্থিত ক্ষয়ার হাসপাতালের সকল ডাক্তার, নার্স সহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো স্কুল কলেজের প্রয়োজন হবে এবং সে সকল স্কুল, কলেজে শিক্ষক নিয়োগ সহ অন্যান্য ব্যবসা বানিজ্যের আয় বৃদ্ধি পাবে। এভাবে খুলনা শহরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য অনেক সুযোগ সুবিধা হবে। পর্যায়ক্রমে আমাদের দেশের সব কয়টি বিভাগীয় শহরে উন্নতমানের হাসপাতালে নূন্যতম ১টি করে পূর্ণাঙ্গ শাখা খুলতে হবে। অবশ্যই ঐ বিভাগীয় শহরের উন্নতমানের সেবার মান এবং ঢাকা শহরের হাসপাতালের সেবার মান একই হতে হবে। উক্ত প্রস্তাব গুলির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আইন থাকবে এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপকারিতা ৪ দেশের উন্নতমানের হাসপাতাল গুলোর পূর্ণাঙ্গ শাখা বিভাগীয় শহরে থাকলে বিভাগীয় শহর সহ প্রত্যেক জেলার চিকিৎসা, আর্থিক ও কর্মসংস্থানের উন্নতি করা সম্ভব হবে। ঢাকা শহরের অনেক লোক বিভাগীয় শহরে যাবে এবং যানজট অনেকাংশে কমবে। আর্থিক অবচয় কম হবে এবং রোগী সঠিক সময়ে চিকিৎসা পাবে।

## ২২। সমুদ্র সৈকত থেকে আয়।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশের দুইটি সমুদ্র সৈকত থেকে আয় সামান্য। এদের মধ্যে কক্ষবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে আয় বেশি এবং কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে আয় তুলনামূলকভাবে খুবই কম। উল্লেখিত সৈকত দুটোয় ভ্রমনকারীদের জন্য সিকিউরিটি নরমাল এবং উল্লত মানের নিরাপদ আবাসিক হোটেল ও খাওয়ার নিরাপদ রেষ্টুরেন্টের ব্যবস্থা নেই। সমুদ্র সৈকতের আশে পাশের সৌন্দর্য উপভোগকরা নিরাপদ নয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা, এমপি, মন্ত্রী ও প্রত্বাবশালী ব্যক্তিদের স্পেশাল সিকিউরিটি থাকার কারণে তারা সাধারণ জনগন, প্রবাসী বাঙালী ও বিদেশী পর্যটকদের সমস্যাগুলো বুঝতে পারে না।

সমস্যা ৫ ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তার বড় সমস্যা। তাদের হোটেলে থাকা ও খাওয়ার নিরাপদ ব্যবস্থা নেই। অনেক রেষ্টুরেন্ট থেকে খাবার খেয়ে অনেক ভ্রমনকারী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আবাসিক হোটেল গুলোতে নিরাপত্তার সমস্যা। সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় অনেক ভ্রমনকারী সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও চোর ডাকাতের কবলে পড়ে সবকিছু হারিয়ে বাসায় ফিরছে। যার কারণে দেশী ও বিদেশী অনেক ভ্রমনকারী ইচ্ছা থাকলেও সমুদ্র সৈকতে যায় না। ফলে দেশের আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রস্তাব ৫ পৃথিবীর মধ্যে দুটি দেশে থেকে সুর্য উঠা ও জোবা দেখা যায় তার মধ্যে একটি জাপান এবং অন্যটি বাংলাদেশের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। এই কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত সহ কক্ষবাজার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমনকারীদের জন্য উল্লত মানের ও নিরাপদ সকল ব্যবস্থা করতে হবে। সৈকত দুটিতে সৌন্দর্য বর্ধন করতে হবে। তাদের থাকা ও খাওয়ার জন্য উল্লতমানের আবাসিক নিরাপদ হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট থাকতে হবে। আবাসিক হোটেল ও সমুদ্র সৈকতের সবজায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। সেক্ষেত্রে লোকাল থানার সকল পুলিশদের স্পেশাল ক্ষমতা দিতে হবে যাহাতে পুলিশেরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সমুদ্র সৈকত দুটিতে কিছু দূর পর পর একটি সাইনবোর্ড একটি অভিযোগের নম্বর থাকবে। কোন ভ্রমনকারী হঠাৎ বিপদে পড়লে ঐ অভিযোগ নম্বরে ফোন করা মাত্রই থানা থেকে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সিকিউরিটির ব্যবস্থা উল্লত করার জন্য পুলিশ ভ্যান, এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের সকল কিছু সমুদ্র সৈকত দুটির থানার হেফাজতে থাকবে। রেষ্টুরেন্ট গুলোতে ভেজালমুক্ত খাবারের ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার ভ্রাম্যমান পরিদর্শক টিম দারা পরিদর্শণ করাতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটি জায়গায় সবরকমের নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। অত্র সমুদ্র সৈকতে কোন দৃঘটনা ঘটলে ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জবাব দিহিতা সহ সাজার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। উল্লেখিত প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন হলে বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

উপকারিতা ৫ সমুদ্র সৈকত দুটি ভ্রমনকারীদের ভ্রমন করার জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। নিরাপত্তা সহ থাকা ও খাওয়ার উল্লত ব্যবস্থার জন্য বর্তমানের তুলনায় পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে এই দুইটি সৈকত এলাকার বেকার লোকগুলো বিভিন্ন ব্যবসা ও চাকুরীর মাধ্যমে অনেক বেকার সমস্যা দূর করতে পারবে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। বিদেশী বিনিয়োগ বাঢ়বে এবং প্রবাসী বাঙালীরাও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে।

### ২৩। পোর্ট থেকে আয়।

বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা ৪ বর্তমানে বাংলাদেশের মৎস্য বন্দর ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহৃত হয়ে অনেক কম অর্থ উপর্জন হচ্ছে। দেশের আর্থিক সচ্ছলতার সমস্যা হচ্ছে। পোর্টের লেবারদের কাজ কম হচ্ছে এবং অনেক লেবার বেকার হয়ে পড়ছে।

প্রস্তাব ৪ চট্টগ্রাম বন্দর ও মৎস্য বন্দরকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ অনেক অর্থ আয় করতে পারবে এবং অনেক লোকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া কোন অর্থ ব্যয় হবে না। বিদেশী সরকারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত্সহ মতবিনিময়ের সময় আমাদের দেশের বন্দর ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিতে হবে। যখন বিদেশীরা এই বন্দর ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিবেন তখন নিম্নলিখিত চুক্তির মাধ্যমে উক্ত বন্দর চালু করতে হবে।

চুক্তি ৪- ক) পোর্টের সিকিউরিটি বাংলাদেশ সরকার দিবে।

- খ) পোর্ট থেকে শিপে মাল লোড ও আন লোডের কাজ বাংলাদেশের নাগরিক করবে।
- গ) পোর্টের চার্জ বাংলাদেশ নিবে না।
- ঘ) বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে পরিবহনের ভাড়া পোর্ট ব্যবহারকারী দেশ দিবে।
- ঙ) বাংলাদেশের ব্যবহারকৃত রাস্তার জন্য পোর্ট ব্যবহারকারী দেশ টোল দিবে।
- চ) পরিবহনের সিকিউরিটির জন্য অর্ধের যোগান পোর্ট ব্যবহারকারী দেশ দিবে।

উপকারিতা ৪ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং অনেক বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

## ২৪। বাংলাদেশের নিয়োগ বিধি।

**বর্তমান অবস্থা :** আমাদের দেশের সরকার প্রধান কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিয়োগ হন। প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্র প্রধানের পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারক নিয়োগ হয়। বিভিন্ন দণ্ডে বিভিন্ন নিয়োগ কমিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ রয়েছে। যে কোন সময় সরকারি দলের অত্যামতের বিরুদ্ধে কাজ করলে চাকুরী থেকে বহিকার ও বদলীর ঘটনা ঘটে।

**সমস্যা :** সরকারি দলের হস্তক্ষেপের কারণে যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন লোক নিয়োগ পাচ্ছে না। টাকার বিনিময়ে অযোগ্য লোক নিয়োগ পাচ্ছে এবং ঘূষ ও দুর্নীতি বাঢ়ে। রাজনৈতিক ব্যবসা নিয়োগবিধির একটা প্রধান সমস্য। সাধারণ জনগন সহ রাষ্ট্রের সকল ধরনের কাজের গতি কমে যাচ্ছে। এই সুযোগে কিছু অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঘূষ দুর্নীতি করছে। দেশের উন্নয়ন হচ্ছে না।

**প্রস্তাব :** সরকার প্রধান কর্তৃক প্রধান বিচারপতি, সেনাবাহিনীর প্রধান, বিডিআরের প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান, বিমানবাহিনীর প্রধান ও পুলিশ বাহিনীর প্রধান সংবিধান অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিকে ৫ বছরের জন্য নিয়োগ দিবেন। নিয়োগ দেওয়ার পর ঐ ৫ বছরের মধ্যে তাদের কাজ সংবিধানের নিয়মানুসারে করতে হবে এবং সরকার প্রধান কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি কোন বিভাগের কর্মকর্তা সংবিধানের নিয়ম ভঙ্গ করে এবং অন্যায় করে তবে প্রধান বিচারপতি সহ ঐ বিভাগের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের কমপক্ষে ২০ জনের সমষ্টিয়ে একটি টিম গঠন করে তদন্ত সাপেক্ষে অন্যায়টি প্রমাণিত হলে তাকে সংবিধানের নিয়মানুসারে বিচার বিভাগ তার বিচারের কাজ সম্পন্ন করবে এবং সরকার প্রধানের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না। উর্কর্তন এই কর্মকর্তাদের অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধান সহ সিনিয়র কর্মকর্তাদের ২০ জনের সমষ্টিয়ে নিয়োগ কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারি দলের বা রাষ্ট্র প্রধানের কোন হস্তক্ষেপ সেখানে থাকবে না। চাকুরী থেকে বহিকার, রান্ডবদল ও বদলী সহ সকল ব্যাপারে উক্ত নিয়োগ কমিটি সংবিধানের নিয়মানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিয়োগ কমিটি যদি কোন অসাদুপায় অবলম্বন করে তবে প্রধান বিচারপতি ও সিনিয়র বিচারপতিদের সমষ্টিয়ে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম গঠন করে দোষী প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজার বিধান থাকতে হবে এবং বিচারকার্যটি কোর্টে সম্পন্ন হবে। প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্য প্রধানগণও যদি আইন ভঙ্গ করেন এবং সেটা প্রমাণিত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ বিচারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে রাষ্ট্র প্রধান বা সরকারি দলের কোন হস্তক্ষেপ সেখানে থাকবে না। রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান উল্লেখিত প্রধানগণের নিয়োগ ব্যতিত অন্যকোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

**উপকারিতা :** দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সরকারি দলের এমপি মন্ত্রীদের ঘূষের ব্যবসা বন্ধ হবে এবং দেশ থেকে দুর্নীতি দূর হবে। নিয়োগ কমিটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে। যোগ্যতা সম্পন্ন লোক তাদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী পাবেন। অসৎ উদ্দেশ্যকারী ব্যক্তিরা চাকুরী করতে পারবে না। দেশের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবেন।

## ২৫। সাংবাদিকদের কার্যক্রম ।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশে কম শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও বেশি শিক্ষিত সব ধরনের লোকই সাংবাদিকতা করছে। অনেক সাংবাদিক বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন পেশার জনগনকে ড্রাকমেল করছে। কিছু সাংবাদিক সঠিক পথে থেকেও সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করতে পারছে না।

**সমস্যা ৪:** সকল রাজনৈতিক নেতা সহ বিভিন্ন পেশাজীবি তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে করতে শিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছে। অনেক সাংবাদিকদের ভয়ে পুলিশও সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। দেশের এমপি, মন্ত্রী, বিচার ব্যবস্থা ও আইন ব্যবস্থা অনেক সময় অসামুপায় অবলম্বনকারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। দেশের জন্য এটা খুবই ক্ষতিকর। ভাল সাংবাদিকরা তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারছে না। মিথ্যা সংবাদের কারণে জনগনের মধ্যে বিদ্রোহ গড়ে উঠছে।

**প্রস্তাব ৪:** সাংবাদিকদের নিয়োগের ব্যাপারে সংবিধানের নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ থাকতে হবে। কোন সাংবাদিক সত্য ঘটনাকে চাপা দিয়ে ঘৃষ নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করলে তার বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিল সহ কমপক্ষে ১০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা প্রদান করতে হবে। মিথ্যা সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে এবং প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ সহ অনুরূপ সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন সাংবাদিক সঠিক প্রমাণ ছাড়া কোন সংবাদ প্রকাশ করতে পারবে না। উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো সংবিধানে একটি আইন পাস এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

**উপকারিতা ৪:** সাংবাদিক দেশের সকল ক্ষেত্রে সত্য ঘটনা সংবাদ পত্রে ছাপাবে এবং প্রচার করবে। জনগনও মিথ্যাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না। সংসদ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ সহ সকল পেশাজীবি নির্বিধায় সঠিক কাজগুলো করতে পারবে। দেশ দুর্নীতি মুক্ত হবে। জনগন স্বত্ত্বে চলাফেরা করতে পারবে।

২৬। খাদ্যদ্রব্য ভেজালমুক্ত রাখা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা।

**বর্তমান অবস্থা :** আমাদের দেশের সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। যেমন- মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফল ইত্যাদি। এই সকল ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষের নানাবিধি অসুখ হচ্ছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও কয়েকজন পুলিশ সহ একটি তদন্ত টিম গঠন করে বাজারে গিয়ে মাঝে মাঝে পরিদর্শন করছে এবং সাময়িক কিছু জরিমানা দিয়ে ঐ ব্যবসায়ী ভেজালকৃত দ্রব্যাদি বিক্রি শুরু করছে। ভেজাল প্রতিরোধ টিমের প্রশিক্ষণ না থাকায় সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। খাবারের হোটেল ও রেষ্টুরেন্টে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। রেষ্টুরেন্টগুলোর মালিক বা ম্যানেজার সহ সকল কর্মী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়।

**সমস্যা :** ভেজাল দ্রব্য মানুষের কিডনীতে ও লিভারে মারাত্মক ক্ষতি করছে। পর্যায়ক্রমে নানাবিধি অসুখে তুগছে এবং এক সময়ে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। অপরিষ্কার হোটেল ও রেষ্টুরেন্টের খাবার খেয়ে অনেক মানুষ বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে। বিদেশী পর্যটকরা বাংলাদেশে এসে খাবার খেতে ভয় পায়। এমনকি প্রবাসী বাঙালীরাও বাহিরের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বিদেশে গিয়ে অন্যকে বিষয়টি জানায়। ফলে দেশে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

**প্রস্তাব :** সকল খাদ্যে ভেজাল এবং ফরমালিন মুক্ত করার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি নির্ধারিত অফিস থাকবে। ঐ অফিসে নির্ধারিত ফির মাধ্যমে সাধারণ জনগনও সন্দেহজনিত খাবারও ল্যাবে পরীক্ষা করাতে পারবে এবং ঐ অফিসের সকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। যাহাতে প্রত্যেক সেন্টেরে যেমন- সকল প্রকার খাদ্যে ভেজাল ও ফরমালিন মুক্ত রাখা এবং খাবারের হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নসহ খাবারের তাপমাত্রার সঠিকতা এবং ঔষধের দোকানের কর্মরত সকলে ঐ অফিস থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের বৈধ ব্যবসা ও চাকুরী করার জন্য উক্ত প্রশিক্ষনের উপর একটি সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। এই সার্টিফিকেট প্রদানকারী অফিসের কর্মকর্তারাই যে কোন সময় বাজারে গিয়ে কোন দ্রব্যে ভেজাল বা ফরমালিন মেশানো আছে কি-না সেটা যাচাই বাছাইকরবে এবং খাবারের হোটেল ও রেষ্টুরেন্টের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ সকল খাবার খাওয়ার উপযোগী কি-না বা খাবারের তাপমাত্রার সঠিকতা যাচাই বাছাই করবে। ঔষধের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন ঔষধ আছে কি-না বা ডাক্তারের পেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ বিক্রি করা হচ্ছে কি-না সেগুলিও পরিদর্শন করবে। উক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের যাচাই বাছাই ও পরিদর্শন করে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দোষী হলে তাকে প্রথমে জরিমানা সহ সাজা প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে যদি দোষী হয় তবে তাকে চাকুরীচুৎ সহ সার্টিফিকেট বাতিল এবং প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল সহ কমপক্ষে ২০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে কোন ব্যক্তিতে চাকুরী দেওয়া যাবে না। এভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খাবারে ভেজাল ও ফরমালিন মেশানো থেকে বন্ধ থাকবে। জেলার নির্ধারিত অফিস থেকে কখনও কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘৃষ্ণ বা দুর্নীতির অভিযোগ প্রয়ান সাপেক্ষে পাওয়া গেলে তাকে চাকুরীচুৎ সহ কমপক্ষে ২০ বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত সাজা প্রদান করতে হবে।

**উপকারিতা :** দেশের সকল খাদ্যদ্রব্য ভেজাল ও ফরমালিন মুক্ত হবে। মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাবে। মানুষের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থানের অধিকারী হবে। হোটেল ও রেষ্টুরেন্টের খাবার খাওয়ার উপযোগী হবে। ঔষধের দোকান থেকে নির্বিধায় ঔষধ ক্রয় করা যাবে। বিদেশী পর্যটক ও প্রবাসী বাঙালী থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে।

## ২৭। সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ ডাঙ্কারদের কার্যক্রম।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো অপরিষ্কার ও রোগ নির্নয় কেন্দ্রগুলোতে প্রটেকশনের ব্যবস্থা নেই। যেমন- এক্স-রে, এম.আর.আই ইত্যাদি করার সময় যারা এই কাজগুলো করে তারা প্রটেকশনের কোন কিছু পরিধান করে না এবং রোগীর লোকেরা সেখানে উপস্থিত থাকে। যার ফলে পরোক্ষভাবে ঐ রোগীর লোক ও যারা এই কাজগুলো করে তারা ক্ষতিহস্ত হচ্ছে। অনেক ডাঙ্কার রোগ নির্নয়ের জন্য যে টেষ্টগুলো দেওয়া প্রয়োজন সেগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত টেষ্ট দিয়ে থাকে। প্রেসক্রিপশনে শুণগত মানের ঔষধ ছাড়াও কিছু কিছু কিছু ঔষধ নিয়ে মানের কোম্পানী দিয়ে থাকে। কিছু ভাল ডাঙ্কার সঠিক রোগ নির্নয় করা ও সঠিক প্রেসক্রিপশন করায় অসাদুপায় অবলম্বনকারী ডাঙ্কারদের সাথে তাদের মতের পার্থক্য দেখা দিচ্ছে।

সমস্যা ৪ গরীব লোকগুলোর জন্য রোগী দেখাতে শিয়ে সর্বোচ্চ হারাতে হচ্ছে। অনেক ডাঙ্কার সঠিক রোগ নির্নয় করতে পেরেও তাদের হয়রানির জন্য বিভিন্ন টেষ্ট দিয়ে থাকে। ফলে তারা ঐ টেষ্টগুলো টাকার অভাবে করাতে পারছে না এবং ডাঙ্কার তাদের প্রেসক্রিপশন করছে না। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল সহ বেসরকারি হাসপাতালেও এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। অনেক ডাঙ্কার চিকিৎসা সেবার পরিবর্তে ব্যবসার দিকটা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। ফলে দেশের চিকিৎসা সেবার মান খুবই খারাপ অবস্থানে চলে যাচ্ছে। ডাঙ্কার ও রোগীর মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে।

প্রস্তাব ৪ সরকারি ও বেসরকারি সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ সকল ধরনের প্রটেকশন থাকতে হবে। ডাঙ্কার রোগীর সঠিক রোগ নির্নয় করার জন্য প্রয়োজনীয় টেষ্ট ব্যতিত অন্য কোন টেষ্ট দিতে পারবে না। ডাঙ্কার রোগী দেখার পর উন্নতমানের কোম্পানীর ঔষধ প্রেসক্রিপশনে লিখবে। ডাঙ্কার এবং রোগীর মধ্যে পরম্পর সুসম্পর্ক থাকবে। গরীব ও ধনী রোগীর ক্ষেত্রে ডাঙ্কারদের কাছে কোন বৈষম্য থাকবে না। ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের ভিতরে টেষ্ট করার সময় রোগীর লোক থাকবে না। ভুল চিকিৎসা বা গাফিলতির জন্য ডাঙ্কারকে জরিমানা সহ রোগীর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে এবং পুনরায় ঐ ভুল করলে তার ডাঙ্কারী লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। এই আইনের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষন সংবিধানে লিখিত থাকতে হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে সরকারি অফিস থাকবে এবং সেই অফিসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রতি মাসে যে কোন সময় কমপক্ষে একবার পরিদর্শণ সাপেক্ষে রিপোর্ট প্রদান করবে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বিচারবিভাগ ও আইন বিভাগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে উক্ত অফিসের কর্মকর্তাদের সঠিক যাচাই বাছাই করতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধেও জরিমানা সহ চাকুরীচুরুর ব্যবস্থা থাকতে হবে। ডাঙ্কারদের বাধ্যতামূলক রোগীর ক্ষতিপূরণের ইন্সুরেন্সগুলো সংবিধানের আইন অনুযায়ী চলবে।

উপকারিতা ৪ ডাঙ্কার ও রোগীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। রোগী দ্রুত রোগ মুক্ত হবে। গরীব অসহায় রোগীরা সঠিক চিকিৎসা পাবে। ডাঙ্কারদের প্রতি মানুষের খারাপ ধারনাগুলো দূর হবে। দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে। দেশের আর্থিক সম্পদ বিদেশে চিকিৎসার জন্য ব্যয় হবে না।

২৮। এক দণ্ডের কাজ অন্য দণ্ডের হস্তক্ষেপ না করা।

**বর্তমান অবস্থা :** আমাদের দেশে বর্তমানে প্রত্যেক দণ্ডের প্রধান সহ সকল কর্মকর্তা অন্য দণ্ডের প্রধান সহ অন্যান্য কর্মকর্তার হস্তক্ষেপের কারনে দণ্ডের পূর্ণাঙ্গ কাজ করতে পারছেনা। মন্ত্রনালয়ের ক্ষেত্রে এক দণ্ডের মন্ত্রীর কাজে অন্য দণ্ডের মন্ত্রী খবরদারী করছে। এমনকি প্রধান মন্ত্রীরও অনেক সময় হস্তক্ষেপ রয়েছে। ফলে কোন দণ্ডই তাদের কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারছে না।

**সমস্যা :** প্রত্যেক দণ্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার দণ্ডের কাজ সম্পর্কে অবগত থাকে কিন্তু অন্য দণ্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঐ দণ্ডের কাজ সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে দাঙ্গরিক কাজগুলো করতে সর্বক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বিচার বিভাগের অনেক কর্মকর্তা আইন, কৃষি ও খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের কাজ করছে। উদাহরণ স্বরূপ- হাইওয়ে সহ বিভিন্ন রোডে গাড়ির কাগজপত্র চেক ও জরিমানার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কাজ করছে। অথচ এই কাজগুলো হাইওয়ের পুলিশ কর্মকর্তা ও সার্জেন্টের কাজ। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ডেজাল ও ফরমালিন মেশানো এবং ঔষধের দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ সহ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মেয়াদ যাচাই বাছাই সহ পরিদর্শন ও জরিমানার ব্যবস্থা ম্যাজিস্ট্রেটকে করতে হয়। সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচার কাজ বাদ দিয়ে বিভিন্ন টিম গঠন করে বিভিন্ন দণ্ডের কাজ করছে। কৃষি ও খাদ্য দণ্ডের কর্মকর্তারা কোন কিছু করতে পারছে না। এভাবে দাঙ্গরিক কাজগুলো বিভিন্ন উপায়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। ফলে সঠিক যাচাই বাছাই সহ পরিদর্শন ও জরিমানা হচ্ছে না। এলজিইডির কাজগুলো এমপি, মন্ত্রী সহ বিভিন্ন প্রতাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপের কারণে এলজিইডি সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

**প্রস্তাব :** এক দণ্ডের কাজে অন্য দণ্ডের সকল প্রকার হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের কাজ করবে, আইন বিভাগ আইন বিভাগের কাজ করবে, কৃষি বিভাগের কাজ কৃষি বিভাগ করবে, খাদ্য বিভাগের কাজ খাদ্য বিভাগ করবে। এভাবে প্রত্যেকটি দণ্ডের কাজ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ, মন্ত্রনালয় সহ সব জায়গায় ঐ দণ্ডের ব্যতিত অন্য কোন দণ্ডের বা সরকার প্রধানও কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে কোন দণ্ডের সঠিকভাবে চলবে না। এলজিইডিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে কাজ করতে দিতে হবে। অন্যথায় দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

**উপকারিতা :** উক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন হলে আমাদের দেশের সকল দণ্ডের কাজ সঠিকভাবে হবে। সকল দণ্ডের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে।

## ২৯। একটি গণতান্ত্রীক দেশের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই ঐদেশের মেরুদণ্ড।

গণতন্ত্র : গণতন্ত্র বলতে আমরা প্রথমেই ব্যক্তি গণতন্ত্র বুঝি। ব্যক্তিগণতন্ত্র অর্থ বুঝি ব্যক্তির বাক অর্থাৎ কথা বলার বা মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রতিটি মানুষ তার নিজের মতামত কোন বাধা, ভয়, পরামর্শ ছাড়া দিতে পারাকে গণতন্ত্র বলে। এই ভাবেই ব্যক্তিগণতন্ত্র থেকে সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারলেই আমরা পাব গণতান্ত্রীক রাষ্ট্র। আর এই গণতান্ত্রীক রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডই হলো প্রকৃত গণতান্ত্রীক দল বা সংগঠন সমূহ। একটি গণতান্ত্রীক দল গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় নেতা বা দলিয় প্রধান নির্বাচিত করতে হবে সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটের বা মতামতের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক দল গঠনঃ গণতান্ত্রীক রাজনৈতিক দলই একটি গণতান্ত্রীক দেশের মেরুদণ্ড। এই রাজনৈতিক দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য দেশও জাতির স্বার্থ রক্ষা করা। গণতান্ত্রীক রাজনৈতিক দল গঠন করতে ইউনিয়ন কমিটি, থানা কমিটি, জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যায়ক্রমে গণতান্ত্রীক পদ্ধতিতে করতে হবে। এই গণতান্ত্রীক পদ্ধতি হলো প্রথমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে দল গঠন করতে হবে এবং ইউনিয়নের দলীয় সকল সদস্যদের দলীয় কার্ড থাকতে হবে এবং মাসিক সর্বনিম্ন ১০/- টাকা হারে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই চাঁদার টাকা গুলো ইউনিয়নের দলীয় সদস্যদের মধ্যে গোপন ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটি দলীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখবে। দুই বছর পর পর এই কমিটি গঠনের নির্বাচন হবে। প্রতি মাসে একবার মাসিক চাঁদা আদায় ও সাংগঠনিক ব্যয়ের একটি হিসাব সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। উক্ত রেজুলেশনে গত মাসের কার্যক্রম আলোচনা ও পরবর্তী মাসে কর্মপরিকল্পনা উল্লেখ থাকবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে থানা কমিটি ও জেলা কমিটি গঠন করতে উক্ত থানা ও জেলার দলীয় সদস্যদের গোপন ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে নির্বাচিত কমিটি থানা ও জেলার সকল দলীয় সদস্যদের নিকট থেকে যথাক্রমে ২০/- ও ৪০/- টাকা মাসিক চাঁদা নিয়ে উক্ত কমিটি দলীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখবে। মাসিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব ইউনিয়ন কমিটির মতো থানা ও জেলা কমিটি মাসিক সদস্য সভায় উপস্থাপন করবে এবং দলীয় কার্যক্রম সহ বিবিধ আলোচনা ও কর্মপরিকল্পনা উক্ত সভার রেজুলেশনে উল্লেখ থাকবে। ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ের দলীয় সকল সদস্যদের গোপন ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির আয়-ব্যয়ের জন্য ইউনিয়ন, থানা ও জেলা কমিটির থেকে একটি অংশ নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতি মাসে একবার ইউনিয়ন, থানা ও জেলা কমিটির সমন্বয়ে সদস্য সভা করবে। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির মাসিক আয়-ব্যয় ও গত মাসের কার্যক্রমের আলোচনা এবং পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা সহ বিস্তারিত আলোচনা রেজুলেশনে উল্লেখ থাকবে। নিম্নে সকল কমিটির সকল সদস্যের চাঁদার প্রাপ্তি ও বন্টন ছকের মাধ্যমে দেওয়া হলো।

ইউনিয়ন কমিটি			থানা কমিটি			জেলা কমিটি			কেন্দ্রীয় কমিটি	
চাঁদা আদায়	ব্যয়	কেন্দ্রীয় কমিটি	চাঁদা আদায়	ব্যয়	কেন্দ্রীয় কমিটি	চাঁদা আদায়	ব্যয়	কেন্দ্রীয় কমিটি	আয়	ব্যয়
১০/-	৮/-	২/-	২০/-	১৬/-	৮/-	৪০/-	৩২/-	৮/-	১৪/-	১৪/-
১০/-	৮/-	২/-	২০/-	১৬/-	৮/-	৪০/-	৩২/-	৮/-	১৪/-	১৪/-

সকল কমিটির সকল সাধারণ সদস্য রশিদের মাধ্যমে টাকা প্রদান করবে।

গণতান্ত্রীক রাজনৈতিক দলের কমিটি গঠনে গোপন ভোট ছাড়া প্রকাশ্যে হ্যান্ডেল বা মতামত প্রদর্শ যোগ্য হবে না। কারণ অনেক সদস্য বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রকাশ্যে মতামত দিতে পারে না। ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটি দুই বছর পর পর নির্বাচন করতে হবে। এভাবে একটি গণতান্ত্রীক রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। কোন গণতান্ত্রীক রাজনৈতিক দল ছাড়া কোন দেশ গণতান্ত্রীক পরিপূর্ণতা পায় না। উল্লেখিত প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলগঠনের আইন বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ থাকতে হবে। তাহলে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলই পূর্ণগণতান্ত্রীক রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য হবে।

### ৩০। বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব।

বর্তমান অবস্থা ৪ আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগন সংসদ সদস্যদের কাজ সম্পর্কে জানে না। সকল সংসদ সদস্য ঢাকায় সরকারি আবাসিক বাসভবনে থাকেন। সরকারি অনেক অর্থ তাদের জন্য ব্যয় হয়। তারা ঢাকায় বসে তাদের নির্বাচনী এলাকা সহ সমগ্র বাংলাদেশের জনগনের পাশে না থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দণ্ডের খবরদারি, নিয়োগ বানিয়ে, স্থানীয় সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ সহ নানাবিধি উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। এই কাজ গুলো করার জন্য নির্বাচনী এলাকা সহ ঢাকা শহরে অনেক মাস্তান পোষে। ঐ মাস্তানদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের দালালী সহ নির্বাচনের কাজ করান। নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবি ও ভৌগোলিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সাধারণ জনগনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে কোন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না।

সমস্যা ৪ সংসদ সদস্য স্থায়ী ভাবে ঢাকা থাকার কারণে নির্বাচনী এলাকা সহ সমগ্র দেশের জনগনের সাথে তাদের সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় তাদের জন্য সরকারি অনেক অর্থ ও জায়গার অবচয় হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের সকল পেশাজীবির সাথে সংসদ সদস্যদের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পকারখানার শ্রমিক ও গার্মেন্টস শ্রমিক সহ সকল পেশাজীবির চাহিদা ও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের মালিকরাও ব্যবসার উন্নতি করতে পারছে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে আইনগুলো প্রয়োজন সেই সব আইন তৈরী বা পরিবর্তন করা হচ্ছে না।

প্রস্তাব ৪ আমাদের দেশের জনগনকে সংসদ সদস্যর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে তার নির্বাচনী এলাকায় থেকে এবং বিভিন্ন এলাকায় যেয়ে সাধারণ জনগন ও বিভিন্ন পেশাজীবির সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধা এবং ঐ সব এলাকার সর্বোচ্চ উপার্জনের ক্ষেত্রগুলো বাছাই করবেন। পরবর্তীতে কৃষক, শ্রমিক ও মালিকদের সমস্যায় কৃষিজ্ঞাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিল্পকারখানা ও গার্মেন্টস এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কার্যকরি আইন মহান সংসদে উপস্থাপন করবেন। নির্বাচনী এলাকায় যে সমস্যাগুলি বাস্তবে দেখা যাবে সেগুলি একজন সংসদ সদস্যকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন খাতে অর্থ উপার্জন হয়। যেমন- কৃষি, হাওড়, পাহাড়, সমুদ্র সৈকত, বন্দর, শিল্পকারখানা, গার্মেন্টস ইত্যাদি। কোন সংসদ সদস্যর নির্বাচনী এলাকায় যদি কৃষি হয় তবে কৃষি কাজে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নির্ভেজাল সার, বীজ ও ডিজেল নির্ধারিত মূল্যে দেওয়ার জন্য উক্ত এলাকার কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক উপায়টি বের করবেন। যখন সংসদ অধিবেশন বসবে তখন ঢাকায় যেয়ে কৃষি কাজের উন্নয়নের জন্য নতুন আইন পাস বা পরিবর্তনের জন্য সংসদে উপস্থাপন করবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল সংসদ সদস্য তার এলাকার অর্থ উপার্জনের ও মালিক-শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য নতুন আইন তৈরী বা পরিবর্তনের জন্য সংসদে উপস্থাপন করবেন। সেক্ষেত্রে সকল সংসদ সদস্যকে তাদের নির্বাচনী এলাকায় বসবাস করতে হবে এবং সংসদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য সাময়িকভাবে ঢাকায় থাকার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় হবে।

উপকারিতা ৪ সকল সংসদ সদস্য নিজ এলাকায় জনগনের পাশে থাকলে জনগনের ও দেশের উন্নয়নের জন্য কার্যকরি আইন তৈরী ও আইন পরিবর্তনের কাজ করতে সুবিধা হবে। সরকারের অনেক খরচ কমে যাবে এবং ঢাকা শহরের উপর থেকে বড় ধরনের একটি বোঝা কমে যাবে। সংসদ সদস্যদের কাজ গুলো সম্পর্কে জনগন জানতে পারবে এবং অন্যান্য দণ্ডের গুলো পূর্ণস্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে।